দৈনিক ইনকিলাব

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 2 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

বই হোক নববর্ষের উপহার

বৈশাখ আসছে। চৈতের খর-তাপে আগাম কালবৈশাখীর তাণ্ডব আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলো—বৈশাখ আসছে—আমাদের কাছে দ্রুত আসছে। বৈশাখের আগমনী শুনে আমাদের হৃদয় হচ্ছে আবেগ-আপ্লুত, শিরায় শিরায় জেগেছে চঞ্চলতা। বৈশাখের আগমনী গেয়ে, ফুল-মালা দিয়ে আমরা বরণ করে নেবো বাংলা নববর্ষের প্রথম মাস—এই বৈশাখকে।

ক্ষণিকের জন্য হলেও আমরা ভুলে যাব পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, শঠতা আর বঞ্চনার কথা। ভুলে যাব কালবৈশাখীর তাণ্ডবে বিধ্বস্ত পর্ণকুটিরের বাসিন্দাদের কথা। আমরা হৃদয়ের সকল আকুতি দিয়ে বরণ করব বৈশাখকে।

বৈশাখের এই শুভ প্রস্তুতিলগ্নে দাদাজীর একটি নসিহতের কথা আচমকা আমার মনে পড়ে গেলো। দাদাজীর নসিহত এইরূপঃ 'কেউ যদি বুদ্ধি নিতে আসে তাহলে বিনে পয়সায় কাউকে বুদ্ধি খয়রাত করবে না। তাকে পালের বড় মোড়গটা জবেহ্ করে অন্ততঃ পোলাও না হলেও মিহিচালের ভাত আর দুধ-কলা খাইয়ে বড় রাস্তায় নিয়ে সোজা পথ দেখিয়ে দেবে'। এ পর্যন্ত দাদাজীর নসিহত অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এসেছি। কিন্তু আর বুঝি রক্ষা করা গেলো না। তবে নসিহত ভঙ্গ করার আগে আমার মনের রূপালী সৈকতে চিকচিক করে উঠছে ফেব্রুয়ারীর দিনগুলো।

ফেব্রুয়ারীর পদধ্বনি শুনলেই আমাদের কান খাড়া হয়। ২১ ফেব্রুয়ারীর জন্য আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করি ১ ফেব্রুয়ারীতে পা রেখে। আলমিরা, ট্রাংক আর লেদার সুটকেসে ন্যাপথলীন দিয়ে সযত্নে রক্ষিত ইস্ত্রী করা পাজামা আর পাঞ্জাবী পরে জাতীয়তবাদী সেজে নিজেদের সমাজে প্রকাশ করি। শীতার্ত দিনগুলোতেও কেউ কেউ শাল-চাদর ছাড়াই ফিন্‌ফিনে আদ্দি পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানাদি ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি আর প্রধান বক্তা হিসেবে যোগদান করে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু ফেব্রুয়ারী শেষ, সাথে সাথে সব শেষ। অর্থাৎ 'যথা পূর্বং তথা পরং'। বৈশাখ এলেও আমাদের মাঝে এমনি বৈশাখ বরণের আবেগ সৃষ্টি হয়। প্রতিটি বছর বৈশাখ এই উচ্ছল-চঞ্চলতা নিয়ে এসে হাজির হয়। কিন্তু বৈশাখের বিদায়ের সাথে সাথে সকল উদ্দাম আর চঞ্চলতা যেন কালবৈশাখী উড়িয়ে নিয়ে যায়। পড়ে থাকে একরাশ বেদনা আর পর্ণকুটিরের ধ্বংসস্তূপ।

বৈশাখ আমাদের বাংলা নববর্ষের প্রথম মাস। বৈশাখকে বরণ করা মানে বাংলা নববর্ষকে বরণ করা। কাজেই আমাদের বর্ষবরণ যাতে সার্থক হয়, সুন্দর হয়, এর আবেগ চঞ্চলতা আমাদের সকল তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে উদ্দাম ঝংকার তুলে আমাদের আগামী দিনের পথের পাথেয় হয়ে থাকতে পারে—আমাদেরকে সে আয়োজন করতে হবে।

বিশ্বের সকল জাতিই তাঁর নিজস্ব নববর্ষকে বিশেষ শান-শওকতের সাথে গ্রহণ করে থাকে। এদিনটিতে তারা প্রিয়জনকে নানাবিধ মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে হৃদয় নিংড়ানো আকুতি প্রকাশ করে। এদিক দিয়ে আমরাও নববর্ষকে

—আহমদ মুনীর

বরণ করি। কিন্তু আমাদের এই বরণ-ডালা সাজাবার জন্য দু'-চারটি অনুষ্ঠান করেই ইতি টানি। এ সাথে বড় জোর 'বই মেলা'র আয়োজন করা হয়। কিন্তু এই 'বই মেলা' ঢাকার চৌহদ্দী ছাড়িয়ে বড় একটা বাইরে যায় না। অবশ্য প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের সাথে দেশের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সাংস্কৃতিক অঙ্গনকেও বিকেন্দ্রায়ন করা উচিত। এদিক থেকে দেশের প্রতিটি জেলা শহর ও উপজেলা শহরগুলোতে নববর্ষ উপলক্ষে অন্তত 'বই মেলা'র আয়োজন করা হলে নিভৃত পল্লীর মানুষের মধ্যে বই কেনার আগ্রহ সৃষ্টি হত। তাই বৈশাখ বা নববর্ষ উপহার হিসেবে আপনজনদেরকে পুস্তক দেওয়ার রেওয়াজ চালু করা বাঞ্ছনীয়। আমরা যদি নববর্ষের বিশেষ উপহার হিসেবে 'বই' প্রদান করি তাহলে দেশে অসংখ্য পাঠক সৃষ্টি হবে এবং লেখক তার কষ্টার্জিত শ্রমের মর্যাদা লাভ করবে।

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা শহরে দু'-চারটি বই মেলার আয়োজন করা হলেই এর কার্যকারিতা লাভ করা যাবে না। এছাড়া শহরকেন্দ্রিক বই মেলা করে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, শহরের লোক ছাড়া আর কেউ বই পড়ে না। কিন্তু উপজেলা পর্যায়ে বই মেলা করা হলে দেখা যাবে যে, গ্রামের অনেকেই বই পড়তে জানে এবং তারা বই কিনে। এ জন্য অবশ্য বইয়ের মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে হবে।

নববর্ষের প্রাক্কালে আমার প্রস্তাব হলোঃ আজ থেকে কোটি কণ্ঠে এই শ্লোগান উচ্চারিত হোকঃ নববর্ষের উপহার—পুস্তক, পুস্তক। ঘরে ঘরে পাঠ করুন—পুস্তক, পুস্তক।

015